দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 31 MAR 1997

পৃঃ ৪ কলাম ৪

প্রাথমিক শিক্ষার নামে চলছে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা

হাসনাইন খুরশেদ

দেশে প্রাথমিক শিক্ষার নামে অত্যন্ত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। ক্ষমতা ও প্রভাবকে কেন্দ্র করে এ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এতে স্কুলগামী শিশুদের মধ্যে অবস্থানগত ব্যাপক পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) উদ্যোগে সম্প্রতি প্রকাশিত "ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিভিউ অব বাংলাদেশ'স ডেভেলপমেন্ট (আইআরবিডি '৯৬" শীর্ষক গবেষণা রিপোর্টে এ কথাও বলা হয়েছে যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিকে দৃঢ়তর করতে আরও সৃজনশীল ও উদ্ভাবনীমূলক কারিকুলার ও কো-কারিকুলার কার্যক্রমের জন্য ভৌত পরিবেশ উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের মান বাড়ানো প্রয়োজন বলেও এতে মন্তব্য করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে বিদ্যমান আট ধরনের প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করে রিপোর্টটিতে দেখানো হয়েছে ঃ গ্রামীণ নন-রেজিস্টার্ড ও নন-এইডেড বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলে একজন শিক্ষার্থীর পিছনে নিজস্ব ব্যয় মাত্র দেড় শ' থেকে তিন শ' টাকা। অপরদিকে শহরের ইংরেজী মাধ্যমের প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রপ্রতি এ ধরনের ব্যয়ের পরিমাণ ৩৯ হাজার ৫৬০ টাকা। এই ব্যয়ের পরিমাণ শহরের সরকারী প্রাথমিক স্কুলে চার হাজার টাকা, শহরের বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলে দু'হাজার টাকা, গ্রামীণ সরকারী স্কুলে ৫শ' ৭৭ টাকা এবং গ্রামীণ রেজিস্টার্ড বেসরকারী স্কুলে ৫শ' ২৮ টাকা।

সামগ্রিক পরিচালনা ব্যয়ের দিক থেকেও এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরাট বৈষম্য রয়েছে। এক বছরে এ ব্যয়ের পরিমাণ শহরের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাড়ে ১০ লাখ টাকা, শহরের বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আড়াই লাখ টাকা, শহরের ইংরেজী মাধ্যমের প্রাথমিক স্কুলে সাত লাখ টাকা, গ্রামীণ সরকারী স্কুলে এক লাখ ১০ হাজার থেকে চার লাখ ৬০ হাজার টাকা এবং গ্রামীণ নন-রেজিস্টার্ড ও নন-এইডেড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫ থেকে ২৫ হাজার টাকা।

আইআরবিডি '৯৬ রিপোর্টে এমনি সব বৈষম্যের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করে বলা হয়েছে, জন্মের সময় শিশুদের মেধা দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। অথচ ভাল স্কুলিংয়ের সুযোগের অভাবে পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে বৈষম সৃষ্টি হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) অর্থনীতির অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ আইআরবিডি '৯৬ রিপোর্টের 'প্রাথমিক শিক্ষা ঃ অর্থায়ন ও মান' শীর্ষক অধ্যায়ের প্রণেতা। তিনি এতে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপন ও এর মূল্যায়ন করেন।

রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা খাতে প্রকৃত উন্নয়ন ব্যয় সাধারণত এ খাতে বাজেট বরাদ্দের চেয়ে কম হয়। প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন ও অর্থ ছাড় করার প্রক্রিয়াগত জটিলতা এর কারণ। এ প্রক্রিয়াকে সহজতর করা হয়েছে বলে দাবি করা হলেও কার্যত তা ক্রমশ জটিলতর হয়েছে। ১০টি প্রকল্পের পরিস্থিতি যাচাই করে দেখা গেছে, শতকরা ৯৮ ভাগ ক্ষেত্রেই নির্ধারিত সময় ও অর্থের চেয়ে বেশি ব্যয় হয়েছে। এ ধরনের ব্যয় ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে মনিটরিং ও সুপারভিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি। ফলে এ কার্যক্রম সমস্যা সমাধানের বদলে রুটিনে পরিণত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা খাতে সরকারী ব্যয়ের ধরন পর্যালোচনাকালে বলা হয়েছে যে, বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলকে অন্তর্ভুক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষকদের বেতন খাতে সরকারী ব্যয় অনেক বেড়েছে। অনেক শিক্ষকের বেতন পরিশোধের দায়িত্ব বেসরকারী খাত থেকে সরকারী খাতের ওপর চলে এসেছে। সেই সঙ্গে সরকারী স্কুল শিক্ষকরা ইউনিয়নবদ্ধ হয়ে সরকারী তহবিল থেকে আর্থিক সুবিধা আদায়ে তাদের রাজনৈতিক শক্তি ব্যবহার করতে পারছে।

আইআরবিডি '৯৬ রিপোর্টে আরও বলা হয়, দেশের সরকারী বা বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোতে প্রি-স্কুল শিশুদের দেখাশুনার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নেই। স্কুলে ভর্তি হবার পর শিশুদের শতকরা ৭৫ জনই প্রধান শিক্ষক বা ক্লাস শিক্ষককে ভয় পায়। স্কুলের অসাচ্ছন্দ্যমূলক পরিবেশই প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের ড্রপ আউট বা পুনর্অধ্যয়নের প্রধান কারণ। শিক্ষকরা অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন না। 'ইচ্ছা হলে পড়ো, নইলে চলে যাও'— এ ভিত্তিতেই দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষকের স্বল্পতা ও তাদের মান এবং ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের দিকগুলোও এর রিপোর্টে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, সরকারী প্রাথমিক স্কুলের তুলনায় বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকরা ক্লাসে বেশি নিয়মিত। এক্ষেত্রে অনুপস্থিতির কারণ হিসাবে 'অন্য দায়িত্ব পালন', 'অন্যত্র বৈঠকে উপস্থিতি' ও 'অসুস্থতা'র কথা বলা হয়। কর্মস্থল থেকে শিক্ষকদের অনুপস্থিতির নেপথ্যে ব্যবসা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রভৃতিতে জড়িত থাকার বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য।

পাঠ্যবই সময়মতো না পৌঁছার কারণেও প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। গত বছরের এপ্রিল-মে মাসে পরিচালিত আইআরবিডি জরিপ অনুযায়ী ২০ শতাংশ স্কুলে জানুয়ারিতে, ২০ শতাংশ স্কুলে ফেব্রুয়ারিতে, ২০ শতাংশ স্কুলে মার্চে, ২০ শতাংশ স্কুলে এপ্রিলে এবং বাকি ১৫ শতাংশ স্কুলে মে মাসে পাঠ্যবই পৌঁছে। সরকারী স্কুলগুলোতে মাত্র ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে এবং বেসরকারী স্কুলে মাত্র ১৮ শতাংশ ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ে ক্লাস শুরু হয় বলেও জরিপে উল্লেখ করা হয়।

তাছাড়া স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোতে স্কুলের কার্যক্রমে অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও দারুণ ব্যর্থতা রয়েছে। এসব কমিটিতে সদস্য নির্বাচনে রাজনৈতিক-আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ করা হয় বলেও এতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আইআরবিডি '৯৬ রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এমনি সব ব্যর্থতা ও দুর্বলতা দূর করতে প্রত্যেকটি পর্যায়ে সার্বিক মান ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে নেতৃত্বের বিকাশ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করা, উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি, গঠনমূলক তত্ত্বাবধান এবং স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়ানো দরকার বলেও এতে মন্তব্য করা হয়।